প্রথম আলো

তারিখ ..26 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ...২...

আড়াই শ বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

উত্তরাঞ্চলে বন্যার আরও অবনতি

প্রথম আলো ডেস্ক ●

নদ-নদীর পানি বেড়ে উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় দেখা দেওয়া বন্যা পরিস্থিতির কোথাও অবনতি হয়েছে। কোথাও বা রয়েছে অপরিবর্তিত। অবনতি হয়েছে বগুড়া, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ ও জয়পুরহাটে। অপরিবর্তিত রয়েছে গাইবান্ধা ও জামালপুরে।

ইতিমধ্যে বন্যায় প্লাবিত হওয়ায় আড়াই শতাধিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তলিয়ে গেছে কয়েক হাজার হেক্টর জমির রোপা আমন ও ফসলি খেত। কোথাও শুরু হয়েছে নদীভাঙন ও বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধে ধস। বন্যাকবলিত জেলাগুলোর লাখো মানুষ বাঁধ বা উঁচু স্থানে ঠাঁই নিয়ে খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছে। ত্রাণের অপেক্ষায় থাকা দুর্গত মানুষের মধ্যে যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে, তা অপ্রতুল।

গতকাল মঙ্গলবার বাসস জানায়, দেশের ১৯টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে বইছে। এ দিন সকাল ছয়টা পর্যন্ত দেশের ৪৬টি নদ-নদীর পানি বেড়েছে। কমেছে ৩৫টির। অপরিবর্তিত রয়েছে ৮৫টি নদ-নদীর পানি। *প্রথম আলোর* নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর:

বগুড়া: সারিয়াকান্দি উপজেলায় যমুনার পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় নতুন করে ৩২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে পানি ঢুকে পড়ায় আগেই ৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বন্যায় উপজেলার ১ হাজার ৬০০ হেক্টর জমির ফসল তলিয়ে গেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) বগুড়ার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রুহুল আমিন বলেন, গতকাল দুপুরে যমুনার পানি দুই সেন্টিমিটার বেড়ে বিপৎসীমার ৬৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বইছিল। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কামরুল হাসান বলেন, রোববার পর্যন্ত ৪৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় মঙ্গলবার আরও ৩০টি বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ধুনটে পানি বেড়ে ভান্ডারবাড়ি ইউনিয়নের ১২টি গ্রামের প্রায় ৩ হাজার পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। এসব পরিবারের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ১৫ মেট্রিক টন চাল ও ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদান।

সিরাজগঞ্জ: জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। পাঁচটি উপজেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হওয়ায় ২৩টি ইউনিয়নের দেড় লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। পানিতে ডুবে মারা গেছেন কাজীপুরের তেকানি গ্রামের মকবুল হোসেন (৬৫)। গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টে যমুনার পানি ৯ সেন্টিমিটার বেড়ে বিপৎসীমার ৬৭ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল।

নওগাঁ: আত্রাই ও রানীনগর উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। ভেঙে যাওয়া বাঁধ ও সড়ক দিয়ে পানি ঢুকে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। ডুবে গেছে হেক্টরের পর হেক্টর আমন ধান। ৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খোলা হয়েছে আশ্রয়কেন্দ্র।

জয়পুরহাট: ক্ষেতলালের মামুদপুর ইউনিয়নে তুলসীগঙ্গা নদীর পানি বেড়ে বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধের বিলের ঘাট এলাকায় সোমবার রাতে কিছু অংশ ধসে পড়েছে। এলাকায় মাইকিং করার পর পাঁচ শতাধিক লোক মাটিভর্তি বস্তা ফেলে আপাতত ভাঙন রোধে সক্ষম হয়েছেন। নদীর পানি বেড়ে জেলা সদর, আক্কেলপুর, ক্ষেতলাল ও পাঁচবিবি উপজেলার নতুন নতুন ফসলি খেত ডুবে যাচ্ছে।

জামালপুর: সরিষাবাড়ী উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন নতুন নতুন এলাকার মানুষ। তলিয়ে গেছে ১ হাজার ৩৫০ হেক্টর জমির রোপা আমন ধান। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে ২৫টি গ্রামের ৩ হাজার পরিবার। ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানি প্রবেশ করায় তিন হাজার শিক্ষার্থীর পাঠদান বন্ধ রয়েছে। ইসলামপুর উপজেলায় পানিবন্দী হয়ে পড়েছে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। বাঁধ ও উঁচু রাস্তায় খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিয়েছে কয়েক হাজার মানুষ। তারা রয়েছে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে। এদিকে প্লাবিত হওয়ায় ৭৪টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

গাইবান্ধা: চারটি উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে ৩১টি ইউনিয়নের প্রায় ৬০ হাজার মানুষ। পলাশবাড়ী উপজেলার কিশামত চেরেঙ্গা এলাকায় ভেঙে গেছে করতোয়া বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধের ২৫ ফুট অংশ। এতে বাঁধসংলগ্ন এলাকায় পানি ঢুকছে। এ ছাড়া ঘাঘট নদের পানির চাপে সাদুল্যাপুর উপজেলার পুরান লক্ষ্মীপুর এলাকায় বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধের বেশ কিছু অংশ ভেঙে গেছে।